ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্রেসী

National League For Democracy

গঠনতন্ত্র

নাম: দলের নাম হবে ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্রেসী। ইংরেজিতে **National League For Democracy** এবং সংক্ষেপে এই দলকে " এনএলডি **(NLD)** বলে অভিহিত করা হবে।

আদর্শ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

এনএলডি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নে বর্ণিত হলো:

১। বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ ভিত্তিক গণঐক্যের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, নিরাপত্তা, রাষ্ট্রীয় অখন্ডতা ও গণতন্ত্র সুরক্ষিত ও সুসংহত করা।

২। ঐক্যবদ্ধ এবং পুনরুজ্জীবিত জাতিকে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদ, সম্প্রসারণবাদ, নয়া উপনিবেশবাদ, আধিপত্যবাদ ও বহিরাক্রমণ থেকে বাংলাদেশকে রক্ষা করা।

৩। জবাবদিহিমূলক-রাষ্ট্রগঠন,সু-শাষন প্রতিষ্ঠা, ন্যায়বিচার, স্বাধীনমত প্রকাশের সুযোগ,গনতন্ত্রের অবাধ স্বাধীনতার মাধ্যমে, উৎপাদন বৃদ্ধি, মুক্ত বাজার অর্থনীতির সমৃদ্ধি জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে রপান্তরকরন , সামাজিক ও অর্থনেতিক উন্নয়ন এবং জাতীয় সমৃদ্ধি অর্জন ।

৪। জাতীয়তাবাদ ঐক্যের ভিত্তিতে গ্রাম-গঞ্জে জনগণকে সচেতন ও সুসংগঠিত করা এবং সার্বিক উন্নয়নমুখী পরিকল্পনা ও প্রকল্প, বাস্তবায়নের সক্ষমতা এবং দক্ষতা জনগণের হাতে পৌঁছে দেওয়া।

৫। এমন এক সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি করা, যেখানে গণতন্ত্রের শিকড় সমাজের মৌলিক স্তরে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মনে দৃঢ়ভাবে (প্রোথিত) হয়।

৬। এমন একটি সুস্পষ্ট ও স্থিতিশীল সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার নিশ্চয়তা দেওয়া যার মাধ্যমে জনগণ নিজেরাই তাঁদের মানবিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি আনতে পারেন।

৭। বহুদলীয় রাজনীতির ভিত্তিতে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত একটি সংসদীয় পদ্ধতির সরকারের মাধ্যমে স্থিতিশীল গণতন্ত্র কায়েম করা এবং সুষম জাতীয় উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি আনয়ন।

৮ । গণতান্ত্রিক জীবনধারা ও গণতান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থার রক্ষাকবচ হিসেবে গণনির্বাচিত জাতীয় সংসদের ভিত্তি দৃঢ়ভাবে স্থাপন করা এবং জনগণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করা।

৯ । রাজনৈতিক গোপন সংগঠনের তৎপরতা এবং কোনো সশস্ত্র ক্যাডার, দল বা এজেন্সি গঠনে অস্বীকৃতি জানানো ও তার বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করা।

১০। জাতীয় জীবনে মানবমুখী সামাজিক মূল্যবোধের পুনরুজ্জীবন এবং সৃজনশীল উৎপাদনমুখী জীবনবোধ ফিরিয়ে আনা ।

১১ । বাস্তবধর্মী কার্যকরী উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জাতীয় জীবনে ন্যায় বিচার ভিত্তিক সুষম অর্থনীতির প্রতিষ্ঠা, যাতে করে সকল বাংলাদেশি নাগরিক অন্ন, বস্ত্র, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও বাসস্থানের নূন্যতম মানবিক চাহিদা পূরণের সুযোগ পায়।

১২ । সার্বিক পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচিকে অগ্রাধিকার দান করা ও সক্রিয় গণচেষ্টার মাধ্যমে গ্রামবাংলার সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করা।

১৩। নারী সমাজ ও যুব সম্প্রদায়সহ সকল জনসম্পদের সুষ্ঠ ও বাস্তবভিত্তিক সদ্ব্যবহার করা।

১৪ । বাস্তবধর্মী অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ এবং সুসামঞ্জস্যপূর্ণ শ্রম ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক স্থাপন এবং সুষ্ঠ শ্রমনীতির মাধ্যমে শিল্পক্ষেত্রে সর্বোচ্চ উৎপাদন নিশ্চিত করা।

১৫। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, বাংলাদেশের সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও বাংলাদেশের ক্রীড়া সংরক্ষণ, উন্নয়ন এবং প্রসার সাধন।

১৬। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশি জনগণের ধর্ম ইসলাম এবং অন্যান্য ধর্মীয় শিক্ষার সুযোগ দান করে বাংলাদেশের জনগণের যুগ প্রাচীন মানবিক মূল্যবোধ সংরক্ষণ করা, বিশেষ করে অনগ্রসর সম্প্রদায়ের জন্য শিক্ষা সম্প্রসারণ ও বৃহত্তর জাতীয় জীবনে তাদের অধিকতর সুবিধা ও অংশগ্রহণের সুযোগের যথাযথ ব্যবস্থা করা।

১৭। পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে জোট নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক বন্ধুত্ব, প্রীতি ও সমতা রক্ষা করা । সার্বভৌমত্ব ও সমতার ভিত্তিতে প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে, তৃতীয় বিশ্বের মিত্র রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে এবং ভ্রাতৃপ্রতিম মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে প্রীতি ও সখ্যতার সম্পর্ক সুসংহত এবং সুদৃঢ় করা ।

১৮ । এই দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয় বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় অবস্থিত হবে ।

১৯ । এই সংগঠনের পতাকা- রং হবে উপরে অংশ সবুজ মাঝে সাদা নিচের অংশ লাল এর মাঝে একটি তারকা থাকবে ।

২০ । ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্রেসী (এনএলডি) গনঐক্যর মাধ্যমে বাংলাদেশর স্বাধীনতা , সার্বভৌমত্ব,নিরাপত্তা ও রাষ্ট্রীয় অখন্ডতা , গনতন্ত্র সুরক্ষিত ও সুসংহত করা ।

২১ । সদস্য হবার যোগ্যতা ঃ-

(ক) কমপক্ষে ১৮ বৎসর ও তার উর্ধ্বে যে কোন বয়সের সুস্থ সক্ষম সক্রিয় গণমুখী বাংলাদেশের যে কোন নাগরিক, নারী-পুরুষ, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল স্তরের ব্যক্তি, গোষ্ঠি বা শ্রেণী ও গণসংগঠন, পেশাজীবী সংগঠন, সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্রেসী লীগ ঘোষণাপত্র, গঠনতন্ত্র ও কর্মসূচির প্রতি আস্থা স্থাপন করলে এবং সে অনুযায়ি কাজ করতে ইচ্ছুক থাকলে তিনি এ সংগঠনের সদস্য হতে পারবেন।

(খ) প্রাথমিক সদস্য হবার জন্য ১০ (দশ) টাকা মাত্র চাঁদা দিতে হবে এবং প্রতি দুই বছরে ১০ (দশ) টাকা মাত্র চাঁদা প্রদান করে সদস্যপদ নবায়ন করতে হবে।

(গ) বিভিন্ন কমিটি কর্তৃক আদায়কৃত চাঁদার ১/৪ অংশ কেন্দ্রীয় কমিটিকে প্রদান করতে হবে। প্রাথমিক সদস্য সংগ্রহের আদায়কৃত চাঁদার ২৫% কেন্দ্রীয় কমিটিকে প্রদান করতে হবে।

জাতীয় কাউন্সিল:

(ক) প্রত্যেক সাংগঠনিক জেলা ও নগরের প্রতি ৫০ (পঞ্চাশ) জন প্রাথমিক সদস্য হতে একজন কাউন্সিলার মনোনীত হবে।

এনএলডি কেন্দ্রীয় কমিটির সকল কর্মকর্তা ও সদস্য পদাধিকার বলে কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে পরিগণিত হবেন। এনএলডির সাথে তালিকাভূক্ত প্রত্যেকটি গণসংগঠন ও শ্রেণী সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সকল কর্মকর্তা ও সদস্যগণ পদাধিকার বলে কেন্দ্রীয় কাউন্সিলার হিসেবে গণ্য হবে। এ ভাবে মনোনিত সদস্যবৃন্দ সম্মিলিত ভাবে জাতীয় কাউন্সিল বিবেচিত হবে। বিশেষ পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় কমিটি নির্দিষ্ট সংখ্যক কউন্সিলার মনোনিত করতে পারবেন। তবে মনোনিত কাউন্সিলারের সংখ্যা কেন্দ্রীয় কমিটির এক-পঞ্চমাংশের বেশি হবে না।

(খ) জাতীয় কাউন্সিল নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হবে। সংগঠনের ঘোষণাপত্র, গঠনতন্ত্র ও কর্মসুচির পরিবর্তন, পরিবর্ধন করার ক্ষমতা একমাত্র এই কাউন্সিলেরই থাকবে। কাউন্সিল কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করবে। কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত নীতি অনুসারে কেন্দ্রীয় কমিটি তার কার্যক্রম পরিচালনা করতে ও কেন্দ্রীয় কমিটি তার সমস্ত কার্যকলাপের জন্য কাউন্সিলের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবে। প্রতি ৩ বছর অন্তর একবার কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে।

(গ) কমপক্ষে কাউন্সিল অধিবেশনের ৩ মাস পূর্বে এনএলডির কেন্দ্রীয় কমিটির কাউন্সিল অধিবেশনের তারিখ নির্ধারণ করবে এবং প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থাদি গ্রহণ করার জন্য সকল মহলকে নোটিশ প্রদান করবে। এক-তৃতীয়াংশের উপস্থিতি কোরাম বলে গণ্য হবে।

(ঘ) বিশেষ পরিস্থিতির উদ্ভব হলে অথবা জাতীয় কাউন্সিল ১/৩ (এক তৃতীয়) অংশ সদস্য লিখিত আবেদন জানালে কেন্দ্রীয় কমিটির চেয়ারম্যান ও মহাসচিব উক্ত আবেদনের ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে কমপক্ষে ২১ (একুশ) দিনের নোটিশে বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশন আহ্বান করবেন। কাউন্সিলে ২/৩ (দুই তৃতীয়) অংশ কাউন্সিলার উপস্থিত হলে কাউন্সিল বৈধ বিবেচিত হবে।

কেন্দ্রীয় কমিটি।

(ক) সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও আমলা দালাল পুঁজি বিরোধী লড়াইতে নিয়োজিত সমস্ত গণসংগঠনের কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি ও ব্যক্তিদের নিয়ে ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্রেসীর কেন্দীয় কমিটি গঠিত হবে। এতে প্রতিটি গণসংগঠন ও শ্রেণী সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব থাকবে।

(খ) চেয়ারম্যান ও ৬ জন ভাইস চেয়ারম্যান মোট ৭ (সাত) জন সমন্বয়ে জাতীয় কাউন্সিল গঠিত হবে। মহাসচিবের নেতৃত্বে অন্যান্য যুগ্ম-সচিবদের সমন্বয়ে মোট ৯ (নয়) জন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে সম্পাদকমন্ডলী। অবশিষ্ট নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হিসেবে গণ্য হবেন ও কাজ করবেন। সম্পাদকমন্ডলীর সভাতে মহাসচিব উপস্থিত থাকবেন এবং সম্পাদকমন্ডলীর সভাতে সভাপতি পদাধিকার বলে সভাপতিত্ব করবেন।

কেন্দ্রীয় কমিটিঃ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সংখ্যা হবে অনুর্ধ্ব ৬১ (একষট্টি) জন। কেন্দ্রীয় কমিটিতে নিম্নোক্ত কর্মকর্তা নির্বাচিত হবেন।

চেয়ারম্যান- ১ জন, ভাইস চেয়ারম্যান - ৬ জন, মহাসচিব- ১ জন, যুগ্ম-মহাসচিব- ৫ জন, সাংগঠনিক সম্পাদক- ৩ জন, প্রচার সম্পাদক- ১ জন, দপ্তর সম্পাদক- ১ জন, সাংস্কৃতিক সম্পাদক- ১ জন, যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক- ১ জন, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক- ১ জন, কোষাধ্যক্ষ- ১ জন, আইন বিষয়ক সম্পাদক ১ জন ও সদস্য সংখ্যা- ৩৮ জন, সর্বমোট ৬১ (একষট্টি) জন।

কেন্দ্রীয় কমিটির ক্ষমতা:

(ক) নিম্নতর কমিটিসমূহকে অনুমোদন দান, নিম্নতর কমিটিসমূহের সম্মেলন, সম্মেলনের তারিখ নির্ধারণ ও নির্বাচনের নির্দেশ প্রদান এবং প্রয়োজন বোধে কোন কমিটি বাতিল, তদস্তস্থলে এড হক কমিটি গঠনের এখতিয়ার এই কমিটির থাকবে। জাতীয় কাউন্সিল বা জরুরী পরিস্থিতিতে বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশন আহ্বান করতে পারবে। প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

(খ) সংগঠনের কোন সদস্য সংগঠনের আদর্শ, উদ্দেশ্য, ঘোষণাপত্র অথবা গঠনতন্ত্র বিরোধী কাজ করলে বা লিপ্ত থাকলে তার বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে শাস্তিমূলক ববস্থা গ্রহণ করা হবে। তবে শাস্তি প্রদানের পূর্বে অভিযুক্ত সদস্যদের কারণ দর্শানোর নোটিশ ও আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার থাকবে। কেন্দ্রীয় কমিটি সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনবোধে নিয়ম-কানুন প্রণয়ন করতে পারবেন। তবে তা কোন ক্রমেই গঠনতন্ত্রের পরিপন্থি হবে না।

(১১) কেন্দ্রীয় কমিটির সভা:

(ক) চেয়ারম্যনের সাথে পরামর্শ করে অথবা চেয়ারম্যনের নির্দেশে মহাসচিব সভা আহ্বান করবে। মহাসচিব অনুপস্থিত থাকলে বা সভা আহ্বান করতে না চাইলে চেয়ারম্যন নিজেই বা তার নির্দেশে যুগ্ম মহাসচিব সভা আহ্বান করতে পারবেন।

(খ) আলোচ্যসূচি, স্থান ও সময়ের উল্লেখ করে কমপক্ষে ১০ (দশ) দিনের নোটিশে সভা আহ্বান করবে। জরুরী পরিস্থিতি উদ্ভব হলে অথবা সময়ের অভাবে সংবাদপত্র মারফত নোটিশ দেয়া যাবে। ১/৩ (এক তৃতীয়) অংশ উপস্থিত হলে সভার কোরাম হবে।

(১২) কেন্দ্রীয় কমিটির কর্মকর্তাবৃন্দের ক্ষমতা ও দায়িত্বঃ

(ক) **চেয়ারম্যান** - চেয়ারম্যন সংগঠনের প্রধান হিসেবে গণ্য হবেন। সংগঠনের কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে কি না সে সম্পর্কে লক্ষ্য রাখার মূল দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত। সংগঠনের প্রধান কর্মকর্তা হিসাবে চেয়ারম্যান সংগঠনের সর্বময় কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ , তদারক ও সম্বনয় সাধন করবেন এবং অন্য কমিটি সমূহের ওপর কর্তৃত্ব করবেন । তিনি জাতীয় কাউন্সিল অধিবেশন ও কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করবেন, আবশ্যক মত গঠনতন্ত্রের যে কোন ধারা ব্যক্ত করে রুলিং দিতে পারবেন। সংগঠনের কোন সদস্য সংগঠনের আদর্শ, উদ্দেশ্য, ঘোষণাপত্র, গঠনতন্ত্র বিরোধী কাজ করলে বা লিপ্ত থাকলে এবং সংগঠনসমূহ ক্ষতিকারক হলে তার বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

(খ) ভাইস চেয়ারম্যান- চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে ভাইস চেয়ারম্যানবৃন্দের মধ্য হতে ক্রমানুসারে একজন চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করবেন। কোন কারণবশতঃ সভাপতি ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিন বা তদূর্ধ্বকাল সংগঠনের কার্যক্রম হতে অনুপস্থিত থাকলে সে ক্ষেত্রে ক্রমানুসারে একজন ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসেবে কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক নিয়োজিত হবেন। এ ছাড়া ভাই-চেয়ারম্যানবৃন্দ চেয়ারম্যান নির্দেশিত ও কেন্দ্রীয় কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন।

(গ) **মহাসচিব**- তিনি হবেন প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যনির্বাহী কর্মকর্তা। চেয়ারম্যানের সহিত পরামর্শ করে চেয়ারম্যানের কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় কার্য পরিচালনা করবেন। তিনি জাতীয় কাউন্সিল পরিষদ ও কেন্দ্রীয় কমিটির সভা আহ্বান করবেন। প্রত্যেকটি সভায় সংগঠনের রাজনৈতিক, সাংঠনিক ও সংগ্রামগত রিপোর্ট পেশ করবেন। অন্যান্য সম্পাদকদের কাজ তদারক করবেন। তাদের কাজকর্মে পরামর্শ দান ও প্রয়োজনবোধে নির্দেশ দিতে পারবেন। সম্পাদকগণের কাজের জন্য তিনি কমিটির নিকট দায়ি থাকবেন। জাতীয় কাউন্সিল পরিষদ ও কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক গৃহিত সিদ্ধান্ত ও কার্যক্রমের বাস্তবায়নে তার প্রচেষ্টা হবে সর্বাধিক।

(ঘ) যুগ্ম-মহাসচিবঃ যুগ্ম-মহাসচিবের অনুপস্থিতিতে যুগ্ম-মহাসচিবদের মধ্য হতে ক্রমানুসারে একজন মহাসচিব দায়িত্ব পালন করবেন। কোন কারণবশতঃ মহাসচিব যদি ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিন অথবা তদূর্ধ্বকাল অনুপস্থিত থাকেন সে ক্ষেত্রে যুগ্ম-মহাসচিবের মধ্য হতে একজন ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব রূপে কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত হবেন। এছাড়াও তারা তাদের নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করবেন।

(ঙ) **সাংগঠনিক সম্পাদকঃ**- মহাসচিবে সহিত পরামর্শ করে সংগঠনের সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

(চ) **প্রচার সম্পাদকঃ** সংগঠনের সকল প্রকার প্রচার ও প্রকাশনার দায়িত্ব পালন করবেন। অন্য কোন দায়িত্ব অর্পিত হলে তাও পালন করবেন।

(ছ) **দপ্তর সম্পাদকঃ** কেন্দ্রীয় কার্যালয় পরিচালনার সকল দায়িত্ব পালন করবেন। এ ছাড়া অন্য কোন দায়িত্ব অর্পিত হলে তাও পালন করবেন।

(জ) **সাংস্কৃতিক সম্পাদকঃ** সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তুলতে ভূমিকা পালন করবেন। অন্য কোন দায়িত্ব অর্পিত হলে তাও পালন করবেন।

(ঝ) **যুব বিষয়ক সম্পাদকঃ** যুব সমাজকে সচেতন ও সংগঠিত করার কাজে নিয়োজিত থাকবেন। এ ছাড়া অন্য কোন দায়িত্ব অর্পিত হলে তাও পালন করবেন।

(ঞ) **মহিলা বিষয়ক সম্পাদকঃ** নারী আন্দোলন গড়ে তুলবার জন্য ভূমিকা পালন করবেন। এছাড়া অর্পিত দায়িত্ব পালন পালন করবেন।

(ট) **কোষাধ্যক্ষঃ** সংগঠনের আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখবেন। তহবিল গঠন ও সংরক্ষণে যত্নবান হবেন। তহবিল সংক্রান্ত ধারায় বর্ণিত ক্ষমতা অনুযায়ি কোষাধ্যক্ষ তার দায়িত্ব পালন করবেন। এছাড়া কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করবেন।

ঠ)**আইন বিষয়ক সম্পাদক ঃ** সংগঠনের আইনের যাবতীয় বিষয় কাজ করার দায়িত্ব পালন করবেন । এছাড়া অর্পিত দায়িত্ব পালন পালন করবেন।

ড) **জেলা ও মহানগরঃ** প্রত্যেক সাংগঠনিক জেলায় একটি জেলা ও মহানগর কমিটি থাকবে। ৩ জন সহ-সভাপতি এবং ২ জন সহ-সাধারণ সম্পাদক কেন্দ্রীয় কমিটির অনুরূপ মোট ১৩ জন কর্মকর্তা ও ২৮ (আঠাশ) জন সদস্য নিয়ে সর্বোচ্চ মোট ৪১ (একচল্লিশ) জনের জেলা কমিটি গঠিত হবে। মহানগর কমিটি, জেলা কমিটির অনুরূপ ও সমমর্যাদা সম্পন্ন হবে। প্রত্যেক জেলা ও মহানগর কমিটি কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। প্রতি দুই মাস অন্তর একবার অর্থাৎ বৎসরে ন্যূনতম ৬ (ছয়) বার জেলা/মহানগর কমিটির সভা করতে হবে।

ঢ) উপজেলা কমিটি্ জেলা কমিটির অনুরূপ কর্মকর্তা ও ১৮ (আঠারো) জন সদস্য নিয়ে সর্বোচ্চ ৩১ সদস্যের উপজেলা কমিটি গঠিত হবে। প্রতি মাসে একবার অর্থাৎ বৎসরে উপজেলা কমিটি ন্যূনতম ১২টি সভা করতে হবে। প্রত্যেক উপজেলা কমিটি জেলা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

ইউনিয়ন কমিটি্ উপজেলা কমিটির অনুরূপ কর্মকর্তা ও সদস্য নিয়ে গ্রামাঞ্চলে ইউনিয়ন কমিটি এবং শহরাঞ্চলে পৌরসভা/ ওয়ার্ড কমিটি গঠিত হবে। প্রতি ১৫ (পনের) দিন অন্তর একবার অর্থাৎ প্রতিমাসে ন্যূনতম ইউনিয়ন/পৌরসভা/ওয়ার্ড কমিটিকে ২(দুই)টি সভা করতে হবে। প্রত্যেক ইউনিয়ন/পৌরসভা ও ওয়ার্ড কমিটি উপজেলা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

সাংগঠনিক তহবিলঃ

(ক) **কেন্দ্রীয় কমিটির ব্যাংক একাউন্ট** সংগঠনের চেয়ারম্যান,মহা-সচিব, কোষাধ্যক্ষ যৌথ স্বাক্ষরে যথা নিয়মে ব্যাংক একাউন্ট পরিচালনা করা যাবে । উক্ত তিন জনের যৌথ স্বাক্ষরে অর্থ উত্তোলন করা যাবে।

(খ) কেন্দ্রীয় কমিটিসহ প্রত্যেক শাখা সংগঠনের নিজস্ব তহবিল থাকবে। সদস্যদের চাঁদা ও সমর্থক-দরদীদের বিভিন্ন সময়ে অথবা এককালীন দেয় চাঁদার মাধ্যমে অর্জিত টাকা দ্বারা এই তহবিল গঠিত হবে। প্রাথমিকভাবে প্রত্যেক কমিটির সংগৃহিত অর্থের তহবিলের পরিমাণ ৫০০ (পাঁচ শত) টাকার কম হলে সংগঠনের দৈনন্দিন খরচ বাবদ কিছু টাকা সম্পাদকের হাতে রেখে বাকী টাকা কোষাধ্যক্ষের নিকট গচ্ছিত থাকবে। সংগৃহিত টাকার পরিমাণ ৫০০ (পাঁচ শত) টাকা বা তদূর্ধ্ব হলে যে কোন ব্যাংকের স্থানীয় শাখায় কার্যকরী কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক সংগঠনের নামে সভাপতি , সাধারণ সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষের যুক্ত স্বাক্ষরে যথা নিয়মে জমা রাখতে হবে। তাদের যুক্ত স্বাক্ষরে একাউন্ট পরিচালনা করা যাবে। ব্যাংকে কখন কত টাকা জমা হলো তা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে সাথেই জানাতে হবে। ব্যাংক হতে কি পরিমাণ টাকা কখন কেন উঠানো হলো তার রিপোর্ট টাকা উঠাবার এক সপ্তাহের মধ্যে সম্পাদক/সভাপতিকে লিখিতভভবে জানাবেন।

(গ) সংগঠনের দৈনন্দিন কার্য পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক ৫০০ (পাঁচ শত) টাকা, জেলা কমিটির সম্পাদক ৫০০ (পাচঁ শত) টাকা, উপজেলা কমিটির সম্পাদক ৪০০ (চার শত) টাকা ও ইউনিয়ন কমিটির সম্পাদক ৩০০ (তিন শত) টাকা মাত্র রাখতে পারবেন। দৈনন্দিন খরচের টাকা ব্যতীত অন্যান্য খরচের জন্য ব্যাংক হতে উঠানো টাকা কোন অবস্থাতেই ৭ (সাত) দিনের বেশি হাতে গচ্ছিত রাখা যাবে না।

(ঘ) সংগঠনের যাবতীয় আয়-ব্যয়ের হিসাব জাতীয় কাউন্সিল পরিষদের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে অনুমোদন সাপেক্ষে কার্যকরী কমিটির প্রত্যেক সভায় পাশ করাতে হবে।

সদস্য পদ থেকে পদত্যাগ

ক) দলের যে কোন সদস্য চেয়ারম্যানের কাছে লিখিত চিঠির মাধ্যমে পদত্যাগ করতে পারবেন ।